দৈনিক ইত্তেফাক
প্রতিষ্ঠাতা তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া

May 06

পুন:মাদক নির্ভরশীলদের ৫২.১ শতাংশ কারাবন্দী হন

অনলাইন ডেস্ক ১৯:৩৯, ০৬ মে, ২০১৯

আহছানিয়া মিশনের প্রধান কার্যালয়ে মাদকাসক্তির পুন:নির্ভরশীলতা গবেষণা প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়। ছবি: ইত্তেফাক

মাদকাসক্ত থেকে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসার পর পুনরায় মাদকাক্ত ব্যক্তিদের ৫২.১ শতাংশ কারাবন্দী হন। এদের মধ্যে৪৩ শতাংশ একবার, ৪১.৯ শতাংশ দুই-পাঁচবার এবং১৫.১ শতাংশ পাঁচবারের বেশি আইনগত কারণে গ্রেফতার হন।

সোমবার রাজধানীর ধানমন্ডির আহছানিয়া মিশনের প্রধান কার্যালয়ে এক গবেষণা প্রতিবেদন এমন তথ্য ওঠে আসে। প্রতিবেদনে জানানো হয় , ৬২.৭ শতাংশ পুন : নির্ভরশীল মাদক গ্রহণকারীরা ১৮ বছর বা আরও ছোট বয়স থেকে মাদক ব্যবহার শুরু করে। ৭০ শতাংশ রোগী অর্থের উৎস তাদের অভিভাবক এবং নিজস্ব কৌতূহল থেকে মাদক গ্রহণ করেন ৭০.৬ শতাংশ। ঢাকা আহছানিয়া মিশনের স্বাস্থ্য সেক্টরের পরিচালক ইকবাল মাসুদ প্রতিবেদন উপস্থাপনকালে আরও জানান, ৯০.৬ শতাংশ ব্যক্তি মাদক ধূমপানের মাধ্যমে গ্রহণ করেন , ৮২ শতাংশ মাদক গলঃধকরণ করেন , ২৬.২ শতাংশ শ্বাসের মাধ্যমে মাদক গ্রহণ করেন। অংশ গ্রহণ কারীদের মধ্যে ৯৮.৯ শতাংশ এই পরিসংখ্যানের জন্য তথ্য সংগ্রহের আগে মাদক নির্ভরশীলতার জন্য আবাসিক চিকিৎসা গ্রহণ করেন। যেখানে ৬৫.৮ শতাংশ নির্বিষকরণ ও পুনর্বাসনের জন্য ৩১-৯০ দিনব্যাপী কার্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। ৪২.৪ শতাংশ কাউন্সেলিং সেবা গ্রহণ করেন ও ৪২ শতাংশ চিকিৎসা কার্যক্রম শেষ হবার পর কেন্দ্রের ফলোআপ কার্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। প্রতিবেদন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মো. জামাল উদ্দীন আহমেদ। বিশেষ অতিথি ছিলেন মানসের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান অধ্যাপক ডা . অরূপ রতন চৌধুরী। সভায় সভাপতিত্ব করেন ঢাকা আহছানিয়া মিশনের সভাপতি কাজী রফিকুল আলম। অনুষ্ঠানে অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটির পাবলিক হেলথ বিভাগের সিনিয়র লেকচারার ডা . হায়াতুন নবী এবং জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য ইন্সটিটিউট এবং হাসপাতালের সহযোগী অধ্যাপক ডা. হেলাল উদ্দিন আহমেদ।

উল্লেখ্য, ঢাকা আহছানিয়া মিশন মাদক পুনরাসক্তির ওপর একটি ক্রস সেকশনাল বর্ণনামূলক গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করে। মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের লাইসেন্স প্রাপ্ত ১৭৭টি মাদক চিকিৎসা কেন্দ্রের মধ্যে দেশের মোট ১৩৮টি কেন্দ্রে চিকিৎসা গ্রহণরত ৯১১ জন মাদক নির্ভরশীল ব্যক্তি , যারা আগে অন্ততপক্ষে একবার মাদক ব্যবহারজনি ত কারণে চিকিৎসা নেওয়ার পর আবার পুনরাসক্ত হয়ে পড়েছেন , এবং যাদের কোন মারাত্মক মানসিক বা শারীরিক রোগ নেই তাদের অন্তর্ভুক্ত করে ইন -ডেপথ সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে তথ্যাদি সংগ্রহ করে এই গবেষণা কার্যক্রমটি পরিচালনা করা হয়েছে।

https://www.ittefaq.com.bd/capital/51712/%E0%A6%AA%E0%A7%81%E0%A6%A8%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%A6%E0%A6%95-%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AD%E0%A6%B0%E0%A6%B6%E0%A7%80%E0%A6%B2%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A7%AB%E0%A7%A8%E0%A7%A7-%E0%A6%B6%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%82%E0%A6%B6-

%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%AC%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A6%E0%A7%80-%E0%A6%B9%E0%A6%A8

উন্নয়নের মূলধারায়
আলোকিত বাংলাদেশ

May-07

রাজধানীর ধানমন্ডিতে সোমবার ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের প্রধান কার্যালয়ে এক গবেষণা প্রতিবেদন প্রকাশ অনুষ্ঠানে মিশনের প্রেসিডেন্ট কাজী রফিকুল আলম ও অন্য অতিথিরা

গবেষণা প্রতিবেদন

পুনঃমাদক নির্ভরশীলদের ৫২ শতাংশ কারাবন্দি হন

মাদকাসক্ত থেকে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসার পর ফের মাদকাসক্ত ব্যক্তিদের ৫২.১ শতাংশ কারাবন্দি হন। তাদের মধ্যে ৪৩ শতাংশ একবার, ৪১.৯ শতাংশ দুই-পাঁচবার এবং ১৫.১ শতাংশ পাঁচবারের বেশি আইনগত কারণে গ্রেপ্তার হন। সোমবার রাজধানীর ধানমন্ডিতে আহ্ছানিয়া মিশনের প্রধান কার্যালয়ে এক গবেষণা প্রতিবেদন প্রকাশ অনুষ্ঠানে এ তথ্য উঠে আসে।

প্রতিবেদনে জানানো হয়, ৬২.৭ শতাংশ পুনঃনির্ভরশীল মাদক গ্রহণকারীরা ১৮ বছর বা আরও ছোট বয়স থেকে মাদক ব্যবহার শুরু করে, ৭০ শতাংশ রোগীর অর্থের উৎস তাদের অভিভাবক এবং নিজস্ব কৌতূহল থেকে মাদক গ্রহণ করেন ৭০.৬ শতাংশ। ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের স্বাস্থ্য সেন্টরের পরিচালক ইকবাল মাসুদ প্রতিবেদন উপস্থাপনকালে আরও জানান, ৯০.৬ শতাংশ ব্যক্তি মাদক ধূমপানের মাধ্যমে গ্রহণ করেন, ৮২ শতাংশ মাদক গলাধকরণ করেন, ২৬.২ শতাংশ শ্বাসের মাধ্যমে মাদক গ্রহণ করেন। অংশগ্রহণকারীদের মাঝে ৯৮.৯ শতাংশ এ পরিসংখ্যানের জন্য তথ্য সংগ্রহের আগে মাদকনির্ভরশীলতার জন্য আবাসিক এরপর পৃষ্ঠা ১১ কলাম ১

পুনঃমাদক নির্ভরশীলদের

● শেষ পৃষ্ঠার পর

চিকিৎসা গ্রহণ করেন, যেখানে ৬৫.৮ শতাংশ নির্বিষকরণ ও পুনর্বাসনের জন্য ৩১ থেকে ৯০ দিনব্যাপী কার্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত ছিলেন, ৪২.৪ শতাংশ কাউন্সেলিং সেবা গ্রহণ করেন ও ৪২ শতাংশ চিকিৎসা কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর কেন্দ্রের ফলোআপ কার্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। প্রতিবেদন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মো. জামাল উদ্দীন আহমেদ। বিশেষ অতিথি ছিলেন মানসের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান অধ্যাপক ডা. অরূপ রতন চৌধুরী। সভায় সভাপতিত্ব করেন ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের সভাপতি কাজী রফিকুল আলম। উপস্থিত ছিলেন নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটির পাবলিক হেলথ বিভাগের সিনিয়র লেকচারার ডা. হায়াতুন নবী এবং জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউট এবং হাসপাতালের সহযোগী অধ্যাপক ডা. হেলাল উদ্দিন আহমেদ। উল্লেখ্য, ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন মাদক পুনরাসক্তির ওপর একটি ক্রস সেকশনাল বর্ণনামূলক গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করে। মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের লাইসেন্সপ্রাপ্ত ১৭৭টি মাদক চিকিৎসা কেন্দ্রের মধ্যে দেশের মোট ১৩৮টি কেন্দ্রে চিকিৎসা গ্রহণরত ৯১১ জন মাদক নির্ভরশীল ব্যক্তি, যারা আগে অন্ততপক্ষে একবার মাদক ব্যবহারজনিত কারণে চিকিৎসা নেওয়ার পর আবার পুনরাসক্ত হয়ে পড়েছেন। যাদের কোনো মারাত্মক মানসিক বা শারীরিক রোগ নেই তাদের অন্তর্ভুক্ত করে ইন-ডেপথ সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে তথ্যাদি সংগ্রহ করে এ গবেষণা কার্যক্রমটি পরিচালনা করা হয়েছে। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

http://www.alokitobangladesh.com/epaper/pages/get_image/172363

http://www.alokitobangladesh.com/epaper/pages/get_image/172393

দৈনিক ইনকিলাব
শুধু দেশ ও জনগণের পক্ষে
THE DAILY INQILAB

May-05

পুনঃমাদক নির্ভরশীলদের ৫২ দশমিক ১ শতাংশ কারাবন্দী হন ৬২ দশমিক ৭ শতাংশ পুনঃমাদকাসক্ত ১৮ বছরের কম বয়সে মাদক ব্যবহার শুরু করে

গবেষণা প্রতিবেদন

স্টাফ রিপোর্টার | প্রকাশের সময় : ৬ মে, ২০১৯, ৬:০৯ পিএম

মাদকাসক্ত থেকে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসার পর পুনরায় মাদকাসক্ত ব্যক্তিদের ৫২ দশমিক ১ শতাংশ কারাবন্দী হন। এদের মধ্যে ৪৩ শতাংশ একবার, ৪১ দশমিক ৯ শতাংশ দুই-পাঁচবার এবং ১৫ দশমিক ১ শতাংশ পাঁচবারের বেশি আইনগত কারণে গ্রেপ্তার হন। গতকাল রাজধানীর ধানমন্ডিস্থ আহছানিয়া মিশনের প্রধান কার্যালয়ে এক গবেষণা প্রতিবেদন প্রকাশ অনুষ্ঠানে এ তথ্য উঠে আসে। প্রতিবেদনে জানানো হয়, ৬২ দশমিক ৭ শতাংশ, পুনঃনির্ভরশীল মাদক গ্রহণকারীরা ১৮ বছর বা আরোও ছোট বয়স থেকে মাদক ব্যবহার শুরু করে; ৭০ শতাংশ রোগী অর্থের উৎস তাদের অভিভাবক এবং নিজস্ব কৌতূহল থেকে মাদক গ্রহণ করেন ৭০ দশমিক ৬ শতাংশ। ঢাকা আহছানিয়া মিশনের স্বাস্থ্য সেক্টরের পরিচালক ইকবাল মাসুদ প্রতিবেদন উপস্থাপনকালে আরো জানান, ৯০ দশমিক ৬ শতাংশ ব্যক্তি মাদক ধূমপানের মাধ্যমে গ্রহণ করেন, ৮২ শতাংশ মাদক গলঃধকরণ করেন, ২৬ দশমিক ২ শতাংশ শ্বাসের মাধ্যমে মাদক গ্রহণ করেন। অংশগ্রহণকারীদের মাঝে ৯৮ দশমিক ৯ শতাংশ এই পরিসংখ্যানের জন্য তথ্য সংগ্রহের আগে মাদকনির্ভরশীলতার জন্য আবাসিক চিকিৎসা গ্রহণ করেন, যেখানে ৬৫ দশমিক ৮ শতাংশ নির্বিষকরণ ও পুনর্বাসনের জন্য ৩১ থেকে ৯০ দিনব্যাপী কার্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত ছিলেন, ৪২ দশমিক ৪ শতাংশ কাউন্সেলিং সেবা গ্রহণ করেন ও ৪২ শতাংশ চিকিৎসা কার্যক্রম শেষ হবার পর কেন্দ্রের ফলোআপ কার্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মো. জামাল উদ্দীন আহমেদ। বিশেষ অতিথি ছিলেন মানসের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান প্রফেসর ডা. অরূপ রতন চৌধুরী। সভায় সভাপতিত্ব করেন ঢাকা আহছানিয়া মিশনের সভাপতি কাজী রফিকুল আলম। অনুষ্ঠানে আরো উপস্থিত ছিলেন জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য ইন্সটিটিউট এবং হাসপাতালের সহযোগী অধ্যাপক ডা. হেলাল উদ্দিন আহমেদ এবং নর্থ সাউথ ইউনির্ভাসিটির পাবলিক হেলথ বিভাগের সিনিয়র লেকচারার ডা. হায়াতুন নবী।

https://www.dailyinqilab.com/article/204466/পুনঃমাদক-নির্ভরশীলদের-৫২-দশমিক-১-শতাংশ-কারাবন্দী-হন-৬২-দশমিক-৭-শতাংশ-পুনঃমাদকাসক্ত-১৮-বছরের-কম-বয়সে-মাদক-ব্যবহার-শুরু-করে

নতুন ধারার দৈনিক
আমাদের সময়

May-07

৭০ শতাংশ মাদকাসক্তের অর্থের উৎস অভিভাবক

নিজস্ব প্রতিবেদক
৭ মে ২০১৯ ০০:০০ | আপডেট: ৭ মে ২০১৯ ০১:২৩

মাদকাসক্তদের ৭০ দশমিক ৬ শতাংশই কৌতূহল থেকে মাদক গ্রহণ করে এ সর্বনাশের পথে জড়িয়ে যান। আর৭০ শতাংশ মাদকাসক্ত মাদকের জন্য অর্থ সংগ্রহ করেন তাদের অভিভাবকদের কাছ থেকে। গতকাল সোমবার রাজধানীর ধানম-িতে আহ্ছানিয়া মিশনের কার্যালয়ে এক গবেষণা প্রতিবেদন প্রকাশ অনুষ্ঠানে এ তথ্য জানানো হয়। ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের স্বাস্থ্য সেক্টরের পরিচালক ইকবাল মাসুদ প্রতিবেদন উপস্থাপনকালে জানান, ১৮ বছর বা আরও ছোট বয়স থেকে মাদক গ্রহণকারীদের ৬২ দশমিক ৭ শতাংশ পুনরায় মাদকাসক্ত হয়ে পড়ে। মাদকাসক্ত থেকে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসার পর পুনরায় মাদকাসক্ত হওয়া ব্যক্তিদের ৫২ দশমিক ১ শতাংশ কারাবন্দি হন। তাদের মধ্যে ৪৩ শতাংশ একবার, ৪১ দশমিক ৯ শতাংশ দুই-পাঁচবার এবং ১৫ দশমিক ১ শতাংশ পাঁচবারের বেশি গ্রেপ্তার হন। ইকবাল মাসুদ জানান, ৯০ দশমিক ৬ শতাংশ ব্যক্তি ধূমপানের মাধ্যমে, ৮২ শতাংশ গলাধঃকরণ, ২৬ দশমিক ২ শতাংশ শ্বাসের মাধ্যমে মাদক গ্রহণ করেন। প্রতিবেদন প্রকাশ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মো জামাল উদ্দীন আহমেদ, বিশেষ অতিথি ছিলেন মাদক নিরাময় সংগঠন মানসের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান অধ্যাপক ডা. অরূপ রতন চৌধুরী, জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউট ও হাসপাতালের সহযোগী অধ্যাপক ডা. হেলাল উদ্দিন আহমেদ। সভাপতিত্ব করেন ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের সভাপতি কাজী রফিকুল আলম।

https://www.dainikamadershomoy.com/post/195778

Jagonews24.com
বস্তুনিষ্ঠ সংবাদের অনলাইন ঠিকানা

May-06

পুনরায় মাদকাসক্তিদের ৫২.১ শতাংশ কারাবন্দি হন

বিশেষ সংবাদদাতা
প্রকাশিত: ০৮:৪৬ পিএম, ০৬ মে ২০১৯

মাদকাসক্ত থেকে স্বাভাবিক জীবনে ফেরার পর পুনরায় মাদকাসক্তিদের ৫২.১ শতাংশ কারাবন্দি হন। তাদের মধ্যে ৪৩ শতাংশ একবার, ৪১.৯ শতাংশ দুই থেকে পাঁচবার এবং ১৫.১ শতাংশ পাঁচবারের বেশি আইনগত কারণে গ্রেফতার হন। সোমবার (৬ মে) রাজধানীর ধানমন্ডিস্থ আহ্ছানিয়া মিশনের প্রধান কার্যালয়ে এক গবেষণা প্রতিবেদন প্রকাশ অনুষ্ঠানে এসব তথ্য ওঠে আসে। প্রতিবেদনে জানানো হয়, ৬২.৭ শতাংশ পুনঃনির্ভরশীল মাদক গ্রহণকারীরা ১৮ বছর বা আরও কম বয়স থেকে মাদক ব্যবহার শুরু করে। ৭০ শতাংশ রোগীর অর্থের উৎস তাদের অভিভাবক এবং ৭০.৬ শতাংশ ব্যক্তি নিজস্ব কৌতূহল থেকে মাদক গ্রহণ করেন।ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের স্বাস্থ্য সেক্টরের পরিচালক ইকবাল মাসুদ প্রতিবেদন উপস্থাপনকালে জানান, ৯০.৬ শতাংশ ব্যক্তি ধূমপানের মাধ্যমে মাদক গ্রহণ শুরু করেন, ৮২ শতাংশ মাদক গলঃধকরণ করেন, ২৬.২ শতাংশ শ্বাসের মাধ্যমে মাদক গ্রহণ করেন। অংশগ্রহণকারীদের মাঝে ৯৮.৯ শতাংশ এই পরিসংখ্যানের জন্য তথ্য সংগ্রহের আগে মাদকনির্ভরশীলতার জন্য আবাসিক চিকিৎসা গ্রহণ করেন; যেখানে ৬৫.৮ শতাংশ নির্বিষকরণ ও পুনর্বাসনের জন্য ৩১ থেকে ৯০ দিনব্যাপী কার্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত ছিলেন, ৪২.৪ শতাংশ কাউন্সেলিং সেবা গ্রহণ করেন এবং ৪২ শতাংশ চিকিৎসা কার্যক্রম শেষ হবার পর কেন্দ্রের ফলোআপ কার্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।প্রতিবেদন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদফতরের মহাপরিচালক মো জামাল উদ্দীন আহমেদ। বিশেষ অতিথি ছিলেন মানসের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান অধ্যাপক ডা. অরূপ রতন চৌধুরী। সভায় সভাপতিত্ব করেন ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের সভাপতি কাজী রফিকুল আলম। এছাড়া অনুষ্ঠানে নর্থ সাউথ ইউনির্ভাসিটির পাবলিক হেলথ বিভাগের সিনিয়র লেকচারার ডা হায়াতুন নবী এবং জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউট এবং হাসপাতালের সহযোগী অধ্যাপক ডা. হেলাল উদ্দিন আহমেদ উপস্থিত ছিলেন। ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন মাদক পুনরাসক্তির ওপর একটি ক্রস সেকশনাল বর্ণনামূলক গবেষণা কার্যক্রমপরিচালনা করে। মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদফতরের লাইসেন্সপ্রাপ্ত ১৭৭টি মাদক চিকিৎসা কেন্দ্রের মধ্যে দেশের মোট ১৩৮টি কেন্দ্রে চিকিৎসা গ্রহণরত ৯১১ জন মাদক নির্ভরশীল ব্যক্তি, যারা আগে অন্ততপক্ষে একবার মাদক ব্যবহার জনিত কারণে চিকিৎসা নেয়ার পর আবার পুনরায় আসক্ত হয়েছেন এবং যাদের কোনো মারাত্মক মানসিক বা শারীরিক রোগ নেই তাদের অর্ন্তভুক্ত করে ইনডেপথ সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে তথ্যাদি সংগ্রহ করে এই গবেষণা কার্যক্রমটি পরিচালনা করা হয়েছে।

এফএইচএস/আরএস/পিআর

https://www.jagonews24.com/national/news/498471

lastnewsbd.com
সর্বশেষ সংবাদ

May-06

পুন: মাদক নির্ভরশীলদের ৫২.১ শতাংশ কারাবন্দী হন

লাস্টনিউজবিডি,৬ই মে: মাদকাসক্ত থেকে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসার পর পুনরায় মাদকাসক্ত ব্যক্তিদের ৫২.১ শতাংশ কারাবন্দী হন। এদের মধ্যে ৪৩ শতাংশ একবার, ৪১.৯ শতাংশ দুই-পাঁচবার এবং ১৫.১ শতাংশ পাঁচবারের বেশি আইনগত কারণে গ্রেপ্তার হন।

সোমবার রাজধানীর ধানমন্ডিস্থ আহছানিয়া মিশনের প্রধান কার্যালয়ে এক গবেষণা প্রতিবেদন প্রকাশ অনুষ্ঠানে এতথ্য ওঠে আসে। প্রতিবেদন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মো: জামাল উদ্দীন আহমেদ। বিশেষ অতিথি ছিলেন মানসের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান অধ্যাপক ডা: অরূপ রতন চৌধুরী। সভায় স ভাপতিত্ব করেন ঢাকা আহছানিয়া মিশনের সভাপতি কাজী রফিকুল আলম। অনুষ্ঠানে আরো উপস্থিত ছিলেন নর্থ সাউথ ইউনির্ভাসিটির পাবলিক হেলথ বিভাগের সিনিয়র লেকচারার ডা . হায়াতুন নবী এবং জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য ইন্সটিটিউট এবং হাসপাতালের সহযোগী অধ্যাপক ডা . হেলাল উদ্দিন আহমেদ। প্রতিবেদনে জানানো হয়, ৬২.৭% পুন: নির্ভরশীল মাদক গ্রহণকারীরা ১৮ বছর বা আরোও ছোট বয়স থেকে মাদক ব্যবহার শুরু করে ; ৭০% রোগী অর্থের উৎস তাদের অভিভাবক এবং নিজস্ব কৌতূহল থেকে মাদক গ্রহণ করেন ৭০.৬%। ঢাকা আহছানিয়া মিশনের স্বাস্থ্য সেক্টরের পরিচালক ইকবাল মাসুদ প্রতিবেদন উপস্থাপনকালে আরো জানান, ৯০.৬ শতাংশ ব্যক্তি মাদক ধূমপানের মাধ্যমে গ্রহণ করেন, ৮২ শতাংশ মাদক গলঃধকরণ করেন, ২৬.২ শতাংশ শ্বাসের মাধ্যমে মাদক গ্রহণ করেন। অংশগ্রহণকারীদের মাঝে ৯৮.৯ শতাংশ এই পরিসংখ্যানের জন্য তথ্য সংগ্রহের আগে মাদকনির্ভরশীলতার জন্য আবাসিক চিকি ৎসা গ্রহণ করেন , যেখানে ৬৫.৮ শতাংশ নির্বিষকরণ ও পুনর্বাসনের জন্য ৩১-৯০ দিনব্যাপী কার্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত ছিলেন, ৪২.৪ শতাংশ কাউন্সেলিং সেবা গ্রহণ করেন ও ৪২ শতাংশ চিকিৎসা কার্যক্রম শেষ হবার পর কেন্দ্রের ফলোআপ কার্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। উল্লেখ্য, ঢাকা আহছানিয়া মিশন মাদক পুনরাসক্তির ওপর একটি ক্রস সেকশনাল বর্ণনামূলক গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করে। মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের লাইসেন্সপ্রাপ্ত ১৭৭টি মাদক চিকিৎসা কেন্দ্রের মধ্যে দেশের মোট ১৩৮টি কেন্দ্রে চিকিৎসা গ্রহণরত ৯১১ জন মাদক নির্ভরশীল ব্যক্তি, যারা আগে অন্তত পক্ষে একবার মাদক ব্যবহারজনিত কারণে চিকিৎসা নেয়ার পর আবার পুনরাসক্ত হয়ে পড়েছেন, এবং যাদের কোন মারাত্মক মানসিক বা শারীরিক রোগ নেই তাদের অর্ন্তভ,ক্ত করে ইন-ডেপথ সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে তথ্যাদি সংগ্রহ করে এই গবেষণা কার্যক্রমটি পরিচালনা করা হয়েছে। প্রেস বিজ্ঞপ্তি।

লাস্টনিউজবিডি/আনিছ

http://www.lastnewsbd.com/2019/05/%E0%A6%AA%E0%A7%81%E0%A6%A8-%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%A6%E0%A6%95-%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AD%E0%A6%B0%E0%A6%B6%E0%A7%80%E0%A6%B2%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A7%AB%E0%A7%A8/

May-06

পুনরায় মাদকাসক্তিদের ৫২.১ শতাংশ কারাবন্দি হন

ঢাকা , ০৬ এপ্রিল , (ডেইলি টাইমস২৪): মাদকাসক্ত থেকে স্বাভাবিক জীবনে ফেরার পর পুনরায় মাদকাসক্তিদের ৫২.১ শতাংশ কারাবন্দি হন। তাদের মধ্যে ৪৩ শতাংশ একবার, ৪১.৯ শতাংশ দুই থেকে পাঁচবার এবং ১৫.১ শতাংশ পাঁচবারের বেশি আইনগত কারণে গ্রেফতার হন। সোমবার (৬ মে) রাজধানীর ধানমন্ডিস্থ আহছানিয়া মিশনের প্রধান কার্যালয়ে এক গবেষণা প্রতিবেদন প্রকাশ অনুষ্ঠানে এসব তথ্য ওঠে আসে। প্রতিবেদনে জানানো হয়, ৬২.৭ শতাংশ পুনঃনির্ভরশীল মাদক গ্রহণকারীরা ১৮ বছর বা আরও কম বয়স থেকে মাদক ব্যবহার শুরু করে। ৭০ শতাংশ রোগীর অর্থের উৎস তাদের অভিভাবক এবং ৭০.৬ শতাংশ ব্যক্তি নিজস্ব কৌতূহল থেকে মাদক গ্রহণ করেন। ঢাকা আহছানিয়া মিশনের স্বাস্থ্য সেক্টরের পরিচালক ইকবাল মাসুদ প্রতিবেদন উপস্থাপনকালে জানান, ৯০.৬ শতাংশ ব্যক্তি ধূমপানের মাধ্যমে মাদক গ্রহণ শুরু করেন, ৮২ শতাংশ মাদক গলঃধকরণ করেন, ২৬.২ শতাংশ শ্বাসের মাধ্যমে মাদক গ্রহণ করেন। অংশগ্রহণকারীদের মাঝে ৯৮.৯ শতাংশ এই পরিসংখ্যানের জন্য তথ্য সংগ্রহের আগে মাদকনির্ভরশীলতার জন্য আবাসিক চিকিৎসা গ্রহণ করেন, যেখানে ৬৫.৮ শতাংশ নির্বিষকরণ ও পুনর্বাসনের জন্য ৩১ থেকে ৯০ দিনব্যাপী কার্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত ছিলেন, ৪২.৪ শতাংশ কাউন্সেলিং সেবা গ্রহণ করেন এবং ৪২ শতাংশ চিকিৎসা কার্যক্রম শেষ হবার পর কেন্দ্রের ফলোআপ কার্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। প্রতিবেদন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদফতরের মহাপরিচালক মো. জামাল উদ্দীন আহমেদ। বিশেষ অতিথি ছিলেন মানসের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান অধ্যাপক ডা. অরূপ রতন চৌধুরী। সভায় সভাপতিত্ব করেন ঢাকা আহছানিয়া মিশনের সভাপতি কাজী রফিকুল আলম। এছাড়া অনুষ্ঠানে নর্থ সাউথ ইউনির্ভাসিটির পাবলিক হেলথ বিভাগের সিনিয়র লেকচারার ডা. হায়াতুন নবী এবং জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউট এবং হাসপাতালের সহযোগী অধ্যাপক ডা. হেলাল উদ্দিন আহমেদ উপস্থিত ছিলেন। ঢাকা আহছানিয়া মিশন মাদক পুনরাসক্তির ওপর একটি ক্রস সেকশনাল বর্ণনামূলক গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করে। মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদফতরের লাইসেন্সপ্রাপ্ত ১৭৭টি মাদক চিকিৎসা কেন্দ্রের মধ্যে দেশের মোট ১৩৮টি কেন্দ্রে চিকিৎসা গ্রহণরত ৯১১ জন মাদক নির্ভরশীল ব্যক্তি, যারা আগে অন্ততপক্ষে একবার মাদক ব্যবহার জনিত কারণে চিকিৎসা নেয়ার পর আবার পুনরায় আসক্ত হয়েছেন এবং যাদের কোনো মারাত্মক মানসিক বা শারীরিক রোগ নেই তাদের অর্ন্তভুক্ত করে ইন-ডেপথ সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে তথ্যাদি সংগ্রহ করে এই গবেষণা কার্যক্রমটি পরিচালনা করা হয়েছে।

https://www.dailytimes24.com/2019/05/06/national/127527.html

AN Entertainment News

May-06

৭০ শতাংশ মাদকাসক্ত মাদকের অর্থের উৎস অভিভাবক

মাদকাসক্তদের ৭০ দশমিক ৬ শতাংশই কৌতূহল থেকে মাদক গ্রহণ করে এ সর্বনাশের পথে জড়িয়ে যান। আর৭০ শতাংশ মাদকাসক্ত মাদকের জন্য অর্থ সংগ্রহ করেন তাদের অভিভাবকদের কাছ থেকে। গতকাল সোমবার রাজধানীর ধানমন্ডিতে আহ্ছানিয়া মিশনের কার্যালয়ে এক গবেষণা প্রতিবেদন প্রকাশ অনুষ্ঠানে এ তথ্য জানানো হয়। ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের স্বাস্থ্য সেক্টরের পরিচালক ইকবাল মাসুদ প্রতিবেদন উপস্থাপনকালে জানান, ১৮ বছর বা আরও ছোট বয়স থেকে মাদক গ্রহণকারীদের৬২ দশমিক ৭ শতাংশ পুনরায় মাদকাসক্ত হয়ে পড়ে। মাদকাসক্ত থেকে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসার পর পুনরায় মাদকাসক্ত হওয়া ব্যক্তিদের৫২ দশমিক ১ শতাংশ কারাবন্দি হন। তাদের মধ্যে ৪৩ শতাংশ একবার, ৪১ দশমিক ৯ শতাংশ দুই-পাঁচবার এবং ১৫ দশমিক ১ শতাংশ পাঁচবারের বেশি গ্রেপ্তার হন। ইকবাল মাসুদ জানান, ৯০ দশমিক ৬ শতাংশ ব্যক্তি ধূমপানের মাধ্যমে, ৮২ শতাংশ গলাধঃকরণ, ২৬ দশমিক ২ শতাংশ শ্বাসের মাধ্যমে মাদক গ্রহণ করেন। প্রতিবেদন প্রকাশ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মো. জামাল উদ্দীন আহমেদ, বিশেষ অতিথি ছিলেন মাদক নিরাময় সংগঠন মানসের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান অধ্যাপক ডা. অরূপ রতন চৌধুরী, জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউট ও হাসপাতালের সহযোগী অধ্যাপক ডা. হেলাল উদ্দিন আহমেদ। সভাপতিত্ব করেন ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের সভাপতি কাজী রফিকুল আলম।

http://anentertainmentnews.com/অপরাধ/৭০-শতাংশ-মাদকাসক্ত-মাদকে/?fbclid=IwAR34amVbe8hivuG404im9v7VMAVFCHdSRwfjIr6DN9AqZJW2DzKE8MRI0XY